

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা সকালে (রাম-রাজ্যে) ধনবান হয়ে যাও, সন্ধ্যায় (রাবণ- রাজ্যে) কাঙ্গাল হয়ে পড়ো। কাঙ্গাল থেকে ধনী, পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য দুটি শব্দ স্মরণে রেখো -- 'মন্মনাভব', 'মধ্যাজীভব'"

প্রশ্ন :- কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার যুক্তি কি ?

উত্তর :- ১) স্মরণের যাত্রা তথা জ্ঞানের চিন্তন, ২) একের সঙ্গেই যেন সর্বসম্বন্ধ থাকে, অন্য কারোর প্রতি যেন বুদ্ধি না চলে যায়, ৩) যিনি সর্বশক্তিমান ব্যাটারী, সেই ব্যাটারীর সঙ্গে যেন যোগ-যুক্ত থাকা হয়। নিজের প্রতি যেন সম্পূর্ণ নজর থাকে, যদি দৈবী-গুণের পাথনা সর্বদা লাগানো থাকে তবেই কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

ওম শান্তি । বাবা বসে বোঝান -- এই কাহিনী হলো ভারতের। কিরকম কাহিনী ? সকালে ধনী, সন্ধ্যায় কাঙ্গাল। এর উপরে একটি গল্পও রয়েছে। এক রাজা সকালে ধনবান ছিল। এই কথা যখন তোমরা ধনবান থাকো তখন শোনো না। কাঙ্গাল আর ধনীর কথা তোমরা এই সঙ্গমযুগেই শোনো। এ'কথা হৃদয়ে(মনে) ধারণ করতে হবে। ভক্তি সর্বদাই কাঙ্গাল বানায়, আর জ্ঞান ধনবান বানিয়ে দেয়। দিন আর রাতও হয় অসীম জগতের (বেহদের)। কাঙ্গাল আর ধনীও অসীম জগতেরই কথা আর যিনি তৈরী করেন তিনিও অসীম জগতের পিতা। সমস্ত অপবিত্র(পতিত) আত্মাদের পবিত্র বানানোর ব্যাটারী কিন্তু সেই এক-ই। এমন-এমন ওষুধ(টোটকা) যদি স্মরণে রাখো তাহলেও খুশীতে থাকবে। বাবা বলেন -- বাচ্চারা, তোমরা সকালে ধনবান হয়ে যাও আবার সন্ধ্যায় কাঙ্গাল হয়ে পড়। কিভাবে হও -- তাও বাবা-ই বলে দেন। 'মন্মনাভব', 'মধ্যাজীভব' -- এই-ই হলো দুটি যুক্তি(মত)। এও বাচ্চারা জানে যে -- এ হলো পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। তোমরা যারাই এখানে বসে রয়েছ, এই গ্যারান্টি রয়েছে যে তোমরা স্বর্গে ধনশালী অবশ্যই হবে, পুরুষার্থের নশ্বরের ক্রমানুসারে। স্কুলেও এমনটাই হয়। ক্লাসে নশ্বরের ক্রমানুসারে ট্রান্সফার হয়ে যায়। পরীক্ষা সম্পূর্ণ হয়ে গেলে আবার নশ্বরের ক্রমানুসারে গিয়ে বসে, ওটা হলো পার্থিব জগতের(হদের) কথা, এটা হলো অসীম জগতের কথা। নশ্বরের ক্রমানুসারে রুদ্র মালায় যায়। মালা অথবা বৃক্ষ(সৃষ্টিক্রপী)। বীজ তো বৃক্ষের-ই। পরমাত্মা হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, বাচ্চারা এটা জানে যে বৃক্ষের বৃদ্ধি কিভাবে হয়, আর তা পুরনো কিভাবে হয়। পূর্বে তোমরা একথা জানতে না, বাবা-ই এসে বুঝিয়েছেন। এখন এ হলো পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। এখন বাচ্চারা, তোমাদের পুরুষার্থ করতে হবে। দৈবী-গুণের পাথনাও ধারণ করতে হবে। নিজের প্রতিও সম্পূর্ণ নজর দিতে হবে। স্মরণের যাত্রার দ্বারাই তোমরা পবিত্র হবে আর অন্য কোনও উপায় নেই। বাবা, যিনি সর্বশক্তিমান ব্যাটারী, তাঁর সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে হবে। তাঁর ব্যাটারী কখনও ডিসচার্জ হয় না। তিনি সত্য, রজো, তমো-তে আসেন না কারণ তাঁর তো সর্বদাই কর্মাতীত অবস্থা। বাচ্চারা, তোমরা কর্মবন্ধনে আসো। বন্ধন কত দুঢ়। এই কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার একটিই উপায় রয়েছে -- স্মরণের যাত্রা। এছাড়া আর কোনো অন্য উপায় নেই। যেমন, এ হলো জ্ঞান, এও হাড়-কে নরম করে। এমনিতে তো ভক্তিতেও নরম করে দেয়। লোকে বলে, এ তো বেচারী ধার্মিকলোক, এর মধ্যে প্রতারনার ভাবনা ইত্যাদি কিছু নেই। কিন্তু ভক্তদের মধ্যেও প্রতারক হয়। বাবা অনুভাবী। আত্মা শরীর দ্বারা কাজ-কর্ম করে, তাই এই জন্মের সবকিছু তার স্মৃতিতে আসে। ৪-৫ বছর বয়স থেকেই নিজের জীবন-কাহিনী স্মরণে থাকা উচিত।

কেউ তো আবার ১০-২০ বছরের কথাও ভুলে যায়। জন্ম-জন্মান্তরের নাম, রূপ তো স্মরণে থাকতে পারে না। এক জন্মের (কথা) কিছু-কিছু বলতে পারে। ফটো ইত্যাদি রেখে দেয়। দ্বিতীয় জন্মের কথা তো জানতে পারে না। প্রত্যেকটি আত্মা ভিন্ন-ভিন্ন নাম, রূপ, দেশ, কাল অনুযায়ী তার ভূমিকা পালন করে। নাম, রূপ -সবই পরিবর্তিত হতে থাকে। বুদ্ধিতে একথা থাকে যে আত্মা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে। তাহলে অবশ্যই ৮৪ জন্মে, ৮৪-টি নাম, ৮৪-জন পিতাও হবে। পরিশেষে সম্বন্ধও আবার তমোপ্রধান হয়ে যায়। এইসময় যত সম্বন্ধ তৈরী হয় তত আর কখনই হয় না। কলিযুগী সম্বন্ধকে বন্ধন-ই মনে করা উচিত। কত বাচ্চা হয়, পুনরায় বিবাহ করে, আবার সন্তানাদির জন্ম দেয়। এইসময় সর্বাপেক্ষা বেশী বন্ধন হলো -- চাচা, মামা, কাকা-র.... যত বেশী সম্বন্ধ ততই বেশী বন্ধন। খবরের কাগজে পড়া, পাঁচটি সন্তান একসাথে জন্ম নিয়েছে, আর পাঁচজনই সুস্থ রয়েছে। হিসাব করো যে, কত বেশী করে সম্বন্ধ তৈরী হয়ে যায়। এইসময় তোমাদের সম্বন্ধ সবচেয়ে কম। শুধুমাত্র এক পিতার সঙ্গেই সর্ব সম্বন্ধ। দ্বিতীয় আর কারোর সঙ্গে তোমাদের বুদ্ধি-যোগ নেই। সেই একজন ব্যতীত। সত্যযুগে আবার এর থেকে বেশী হবে। এখন তোমাদের জন্ম হলো হীরে-তুল্য। সর্বোচ্চ পিতা এখনই বাচ্চাদের-কে দত্তক (অ্যাডপ্ট) নেয়। অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার জন্য জীবিত অবস্থায় (বাবার) কোলে চলে যাওয়া, সে তো এখনই হয়। তোমরা এমন পিতার কোলে শরণ নিয়েছ, যাঁর থেকে তোমরা আশীর্বাদ পাও। তোমাদের ব্রাহ্মণদের থেকে উচ্চ আর কেউ হয় না। সকলের যোগ একজনের সাথে রয়েছে। তোমাদের পরস্পরের মধ্যে কোনও সম্বন্ধ নেই। ভাই-বোনের সম্বন্ধও পতনের দিকে নিয়ে যায়। সম্বন্ধ একের সাথেই হওয়া উচিত। এ হলো নতুন বিষয় (কথা)। পবিত্র হয়ে ফিরে যেতে হবে। এমন-এমনভাবে বিচার সাগর মন্বন করলে তোমাদের অনেক ঔজ্জ্বল্য আসবে। সত্যযুগী চাকচিক্য আর কলিযুগী চাকচিক্যের মধ্যে রাত-দিনের পার্থক্য। ভক্তিমার্গের সময়েই হয় রাবণ-রাজ্য। পরিশেষে বিজ্ঞানেরও কত অহংকার হয়ে যায়। তারা যেন সত্যযুগের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামে।

একটি বাচ্চা সমাচার লিখেছে, আমি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছি যে, স্বর্গে রয়েছ না নরকে ? তখন ৪-৫ জন বলেছে যে স্বর্গে। বুদ্ধিতেই রাত-দিনের পার্থক্য হয়ে যায়। কেউ-কেউ মনে করে আমরা নরকে রয়েছি, তখন তাদের বোঝাতে হয় যে, স্বর্গবাসী হতে চাও ? স্বর্গ কে স্থাপন করে ? এ'সব হলো অতি মিষ্টি-মধুর কথা(বিষয়)। তোমরা নোট করতে থাকো, কিন্তু সেই নোটস খাতাতেই রয়ে যায়। সঠিক সময়ে স্মরণে আসে না। এখন অপবিত্র থেকে পবিত্র বানান পরমপিতা পরমাত্মা। তিনি বলেন, মামেকম্ স্মরণ কর তবেই পাপ ভস্ম হয়ে যাবে। স্মরণের দ্বারা কিছুতো প্রাপ্তি হবে, তাই না। স্মরণের(যোগ) পদ্ধতিও এখনই ইমার্জ হয়েছে। স্মরণের দ্বারাই তোমরা কত উচ্চ, স্বচ্ছ হয়ে যাও। যে যত পরিশ্রম করবে সে ততই উচ্চপদ লাভ করবে। বাবাকেও জিজ্ঞাসা করতে পারো। দুনিয়ায় তো সম্পর্ক আর সম্পত্তির জন্য শুধু ঝগড়া-ঝামেলা হতেই থাকে। এখানে তো অন্য কোনও সম্বন্ধ নেই। এক বাবা, আর অন্য কেউ-ই নয়। বাবা হলেন অসীম জগতের মালিক। এ তো অতি সহজ কথা। ওইদিকে স্বর্গ আর এইদিকে নরক। নরকবাসী ভাল না স্বর্গবাসী ভালো ? যে চতুর হবে সে বলবে স্বর্গবাসী ভাল। কেউ তো আবার বলে দেয় যে নরকবাসী আর স্বর্গবাসী, এই বিষয়ের সাথে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই, কারণ তারা বাবাকে চেনে না। কেউ আবার বাবার কোল থেকে নেমে মায়ার কোলে চলে যায়। অতি বিস্ময়কর, তাই না ! বাবাও ওয়ান্ডারফুল, তাই গুণও ওয়ান্ডারফুল, সব ওয়ান্ডারফুল। এইসব বিস্ময়কে (ওয়ান্ডার্স) বোঝার মতো সমঝদারও এমন চাই, যার বুদ্ধি সদা এই বিস্ময়ের মধ্যেই থাকে। রাবণ তো কোনো বিস্ময় নয়, না তার রচনা

বিস্ময়কর। রাত-দিনের পার্থক্য। শাস্ত্রে লেখা রয়েছে -- কালীদহ-তে গেছে, সর্প দংশন করেছে, কালো হয়ে গেছে। এখন তোমরা সঠিকভাবে এইসব বিষয়কে বোঝাতে পারো। কৃষ্ণের চিত্রকে নিয়ে যদি (সঠিকভাবে) পড়ে তবে রিফ্রেশ হয়ে যাবে। ৮৪ জন্মের কাহিনী। যেমন কৃষ্ণের তেমনই তোমাদের। স্বর্গে তো তোমরা আসো, তাই না। পুনরায় ত্রেতাতেও আসতে থাকো। বুদ্ধি হতে থাকে। এমন নয়, ত্রেতায় যে রাজা হবে সে ত্রেতাতেই আসবে। শিক্ষিতের সম্মুখে অশিক্ষিতকে নত হতে হয়। ড্রামার এই রহস্য শুধু বাবা-ই জানেন। এখন তোমরা জানো যে, তোমাদের মিত্র-সম্বন্ধী ইত্যাদি সকলেই নরকবাসী। আর আমরা পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগী। এখন পুরুষোত্তম( উত্তম আত্মা) হচ্ছে। বাইরে থাকা আর এখানে ৭ দিন এসে থাকা, এর মধ্যে অনেক পার্থক্য। অনেকে হংসমন্ডলীর সঙ্গ থেকে বেরিয়ে বকেদের দলে এসে ভেড়ে(মিশে যায়)। অনেকেই রয়েছে যারা অন্যদের নষ্ট করে দেয়। অনেক বাচ্চা তো মুরলীর পরোয়াই করে না। বাবা বোঝান -- গাফিলতি কোরো না। তোমাদেরকে সুরভিত ফুল হতে হবে। শুধু একটি মাত্র কথাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট -- "স্মরণের যাত্রা"। এখানে তোমাদের ব্রাহ্মণদের- ই সঙ্গ হয়। কোথায় উচ্চ থেকেও উচ্চ, আর কোথায় নীচ। বাচ্চারা লেখে: বাবা, বকেদের দলে আমি একা হংস কি আর করব? বকেরা ঠুকরে দেয়। কত পরিশ্রম করতে হয়। বাবার শ্রীমতে চললে পদও উচ্চ পাওয়া যায়। সदा হংস হয়ে থাকো। বকের সঙ্গে থেকে বক হয়ে যেওনা। গায়নও রয়েছে : আশ্চর্য হয়ে শোনে, বলে, পালিয়ে যায়..... জ্ঞান যদি অল্পও থাকে তাহলেও স্বর্গে আসবে। পার্থক্য কিন্তু রাত-দিনের হয়ে যায়। সাজাও অতি কঠিন হবে। বাবা বলেন, আমার মতে না চলে যদি অপবিত্র হও তাহলে সাজাও শতগুণ হয়ে যাবে। আবার পদপ্রাপ্তিও কম হবে। এখানে রাজত্ব স্থাপন করা হচ্ছে। একথা ভুলে যায়। একথাও যদি স্মরণে থাকে তাহলেও উচ্চপদ প্রাপ্তির জন্য পুরুষার্থ অবশ্যই করবে। যদি না করে তাহলে বোঝা যাবে -- এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দেয়। বাবার সঙ্গে যোগ নেই। এখানে থেকেও বুদ্ধিযোগ সন্তান-সন্ততিদের দিকে রয়েছে। বাবা বলেন সবকিছু ভুলে যেতে হবে -- একেই বলা হয় বৈরাগ্য। সেখানেও কিন্তু পারসেন্টেজ রয়েছে। চিন্তন(খেয়াল) কোথায় না কোথায় চলে যায়। যদি কারোর প্রেমে পড়ে যায় তাহলে বুদ্ধিও সেখানেই আটকে পড়ে।

বাবা রোজ বোঝান -- এই চোখ দিয়ে যা কিছু দেখো, সেই সবই বিনাশ হয়ে যাবে। তোমাদের বুদ্ধিযোগ যেন নতুন দুনিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকে আর অসীম জগতের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত যারা, বুদ্ধির যোগ তাদের সাথেই রাখতে হবে। এই দয়িত(মাশুক) হলো ওয়ান্ডারফুল। ভক্তিতেও গাওয়া হয় যে, তুমি যখন আসবে তখন আমরা তোমাকে ছাড়া আর কাউকে স্মরণ করব না। এখন আমি এসেছি, তাই এখন তোমাদের বুদ্ধিযোগকে সবদিক থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে, তাই না.! এই সবকিছু মাটিতে মিশে যাবে। যেমন এখন তোমাদের বুদ্ধিযোগ মাটির সাথে রয়েছে। যদি (বাবার) আমার সঙ্গে বুদ্ধির যোগ থাকে তাহলে মালিক হয়ে যাবে। বাবা কত সমঝদার বানায়। মানুষ জানে না যে, ভক্তি কি আর জ্ঞান কি? এখন তোমরা জ্ঞান পেয়েছ তাই তোমরা ভক্তিকেও বুঝতে পেরেছ। এখন তোমাদের অনুভব (ফীলিং) হয় যে, ভক্তিতে কত দুঃখ রয়েছে। মানুষ ভক্তি করে আর নিজেকে অত্যন্ত সুখী মনে করে। আবার এও বলে যে, ভগবান এসে ফল দেবে। কাকে আর কিভাবে ফল দেবে -- সেসব কিছুই বুঝতে পারে না। এখন তোমরা জেনেছ যে -- বাবা ভক্তির ফল দিতে এসেছেন। বিশ্বের রাজধানীর ফল, যে পিতার থেকে পাওয়া যায় সেই পিতা যেমন ডায়রেকশন দেন, সেইমতোই চলতে হবে। একেই বলে উচ্চ থেকেও উচ্চ মত (শ্রীমত)। সকলেই তো মত পায়। কেউ আবার(সেইমতো) চলতে পারে, কেউ চলতে পারে না। অসীম জগতের বাদশাহী (রাজত্ব)

স্থাপিত হচ্ছে। তোমরা এখন বোঝো যে -- আমরা কি ছিলাম, আর এখন আমাদের কি অবস্থা হয়েছে। মায়া একদম শেষ করে দেয়। এ তো যেন মৃত-দের দুনিয়া। ভক্তিমার্গে তোমরা যা কিছু শুনতে, সেই সবকিছুকেই 'সত্য সত্য' বলতে। কিন্তু তোমরা জানো যে, সত্যকথা তো একমাত্র বাবা-ই শোনান। এমন বাবাকে স্মরণ করা উচিত। এখানে যদি কোনো বাইরের ব্যক্তি বসে থাকে তাহলে সে তো কিছুই বুঝতে পারবে না। তারা বলবে, না জানি এসব কি শোনায়ে। সমগ্র দুনিয়া বলে যে, পরমাত্মা সর্বব্যাপী আর এরা বলে যে, তিনি আমাদের পিতা। কাঁধ নাড়িয়ে না-না বলতে থাকে। আর তোমাদের অন্তর থেকে হ্যাঁ-হ্যাঁ (শব্দ) নির্গত হয়, তাই নতুন কাউকে এখানে অনুমতি দেওয়া হয় না। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাত-পিতা বাপদাদার স্নেহ-স্মরণ ও সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১ ) সুরভিত ফুল হওয়ার জন্য সঙ্গ নির্বাচনে অত্যন্ত সাবধান হতে হবে। হংসমন্ডলীর সঙ্গ করতে হবে, হংস হয়ে থাকতে হবে। মুরলীর বিষয়ে (পড়ায়) কখনও বেপরোয়া হয়ো না, গাফিলতি কোরো না।

২ ) কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সঙ্গময়ুগে নিজের সর্বসম্বন্ধ এক বাবার সঙ্গে যুক্ত রাখতে হবে। পরস্পরের মধ্যে যেন কোনো সম্বন্ধ না রাখা হয়। প্রেমের বশে কোন পার্থিব জগতের সম্বন্ধে যেন বুদ্ধিযোগ আটকে না যায়। এক-কেই স্মরণ করতে হবে।

বরদান :- সাক্ষীদ্রষ্টা স্থিতিতে স্থির হয়ে পরিস্থিতি-রূপী খেলার দর্শক হয়ে সন্তোষী আত্মা ভব

বিস্তার:- যেমনই আলোড়ন জাগানো (প্রতিকূল) পরিস্থিতি হোক না কেন, সাক্ষীদ্রষ্টা স্থিতিতে স্থির হয়ে যাও, তখন অনুভব করবে - এ যেন পুতুল নাচের খেলা । সত্যিকারের (রিয়্যাল) নয়। স্বমানে থেকে খেলা দেখো। সঙ্গময়ুগের শ্রেষ্ঠ মর্যাদা হলো সন্তুষ্টমণি হওয়া বা সন্তোষী হয়ে থাকা। এই মর্যাদায় থাকা আত্মা কখনও অস্থির হতে পারে না। সঙ্গময়ুগে বাপদাদার বিশেষ দান হলো সন্তুষ্টতা।

স্লোগান :- এমন সুখী মনের(খুশনুমা) হও যাতে মনের খুশী চেহারায়ে স্পষ্টভাবে দেখা যায়।